দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 JUL 2005
পৃঃ ১৭ কলাম ৬

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী সম্ভব

ড. এম ওসমান ফারুক
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাঙ্গন রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত কম্পিউটার সেল শুভ উদ্বোধন ও ২০০৫ সনের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ জিপিএ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা পুরস্কার প্রদান এবং সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি বোর্ডের আঙ্গিনায় ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক দিনকালের সম্পাদক কাজী সিরাজ ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ ইদ্রিস আলী। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী বোর্ডে পরীক্ষা কার্যাবলী কম্পিউটারাইজেশন নিমিত্ত গঠিত 'কম্পিউটার সেল'টির শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন। তিনি বোর্ডের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল অতিথিকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এ পর্যায়ে প্রধান অতিথি সর্বোচ্চ জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দৈনিক দিনকাল পত্রিকার সম্পাদক কাজী সিরাজ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, পূর্বে কারিগরি শিক্ষার প্রতি অবহেলা থাকায় আমরা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারিনি। আমাদের ধারণা ছিল কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় আসে, কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ হলো অনেক মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মেছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের জাতীয় আয়ে অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি না থাকায় বিদেশের বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা তা সরবরাহ করতে পারছি না। তাই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপি বলেন, বোর্ড ৫৪টি কারিকুলামের ৭৫টি পরীক্ষা পরিচালনা করে এবং কম্পিউটার সেল স্থাপনের মাধ্যমে তার কার্যধারাকে যুগোপযোগী করল। এটাকে তিনি বোর্ডের অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রার সূচক বলে অভিহিত করেন। ইহা ছাড়া তিনি মেধার স্বীকৃতি প্রদানও বোর্ডের একটি অগ্রগতি হিসেবে গণ্য করেন। তিনি বলেন, জাপান, কোরিয়াসহ বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে কারিগরি শিক্ষার হার ২৫%। সেই তুলনায় আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার হার মাত্র ৬%। যতদিন পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষার হার ২০%-এ উন্নীত করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত দেশের অগ্রগতি সুসম্পন্ন হবে না। আমাদের এই শিক্ষা হার দ্রুতগতিতে ২০%-এ উন্নীত করতে হবে। বিদেশের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম পরিবর্তন করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি তৈরির জন্য সিলেবাস পরিবর্তন করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ও সুইডেন-এ দক্ষ জনশক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে।